পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : ইংরেজি থেকে বাংলা ডিকশনারি সফটওয়্যার ইন্টারনেটে পাওয়া যায় যেগুলো শব্দের ভিত্তিতে অনুবাদ করে। যেমন Cat = বিড়াল। I eat rice = আমি ভাত খাই। এরকম বাক্যকে অনুবাদ করার মতো কোনো সফটওয়্যার আছে কি? থাকলে দয়া করে জানাবেন। না থাকলে ভবিষ্যতে এরকম কিছু বানানোর সম্ভাবনা আছে কি? **–মো: সাজ্জাদ হোসেন**

সমাধান : ইংরেজি টু বাংলা ট্রান্সলেশন করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম রয়েছে, তবে তার কোনোটিই পুরোপুরি শুদ্ধভাবে অনুবাদ করতে সক্ষম নয়। এগুলো আরো নির্ভুল ও কার্যকর করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এমন প্রোগ্রামের মধ্যে উলে-খযোগ্য হচ্ছে অনুবাদক ও গুগল ট্রান্সলেট। দুটিই অনলাইন প্রোগ্রাম। অনুবাদকের ঠিকানা হচ্ছে– http://bengalinux.sourceforge.net/cgibin/anubadok/index.pl। গুগল ট্রান্সলেটের ঠিকানা হচ্ছে– http://translate.google.com। ছোটখাটো সহজ ইংরেজি বাক্যগুলোর গুগল ট্রান্সলেট মোটামুটি ভালোভাবেই অনুবাদ করে দিতে পারে, কিন্তু জটিল বা বেশি বড় বাক্য এবং আনকমন কিছু ওয়ার্ড থাকলে তা সঠিকভাবে বাংলা করতে পারে না। ইংরেজি থেকে বাংলা ট্রান্সলেটগুলোর অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, তাই এগুলোর ওপরে নির্ভর করাটা উচিত হবে না। ছোটখাটো বাক্য অনুবাদ ও ডিকশনারি হিসেবে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ডিকশনারি হিসেবে বাবিলনও বেশ ভালোমানের সফটওয়্যার।

সমস্যা : আমি পিসিতে রেজ গেমটি ইনস্টল করেছি, কিন্তু সেটি চালু হচ্ছে না। গেম ঠিকভাবে ক্র্যাক করেছি। চালু হওয়ার সময় বিজি সাইন আসে আবার চলে যায়, কিন্তু গেম চালু হয় না। আমি গেমটি কিভাবে চালাতে পারি? আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে–ইন্টেল কোর আই থ্রি ৫৪০, ইন্টেল ডিএইচ৫৫পিজে মাদারবোর্ড, ২ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‌্যাম ও ৫০০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক।

–নিয়াজ মোর্শেদ, তেজগাঁও

সমাধান : গেমটি চালানোর জন্য যে পিসি কনফিগারেশন দরকার তা হচ্ছে– ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২ গিগাহার্টজের প্রসেসর বা এএমডি ৬৪ এক্স২ ৩৮০০+, এনভিডিয়া জিফোর্স জিটি ২২০ বা এএমডি (এটিআই) রাডেওন এইচডি ৫৪৫০ গ্রাফিক্স কার্ড, ২ গিগাবাইট র‌্যাম ও ২৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। এ অনুযায়ী আপনার পিসির প্রসেসর ও র‌্যাম গেমটি চালানোর ক্ষমতা রাখে। গেম খেলার জন্য মুখ্য ব্যাপারটি হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড। আপনার পিসির কনফিগারেশনে গ্রাফিক্স কার্ডের কথা উলে-খ করেননি, তাই আমি ধরে নিচ্ছি আপনার পিসিতে আলাদাভাবে কোনো গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো নেই। মাদারবোর্ডের সাথে যে গ্রাফিক্স কার্ড আছে, তা ব্যবহার করেই গেমটি চালানোর চেষ্টা করছেন। এখনকার গেমগুলো গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষমতার ওপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই নতুন গেম খেলার জন্য আলাদাভাবে গ্রাফিক্স কার্ড কেনা দরকার। বাজেট কম হলে মিড রেঞ্জের একটি গ্রাফিক্স কার্ড কিনে নিতে পারেন। এজন্য এনভিডিয়ার জিফোর্স ৫০০ সিরিজ বা এএমডি রাডেওন এইচডি ৫৬০০/৫৭০০/৬৬০০/৬৭০০/৭৬০০/৭৭০০ সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড কিনে নিতে পারেন। গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে পাওয়ার কনজাম্পশনের মিল রেখে পাওয়ার সাপ-াই ইউনিট কিনে নিতে ভুলবেন না। তা না হলে পাওয়ার ফেইল্যুরের জন্য সিস্টেমের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। পাওয়ার সাপ-াই ইউনিট ৫৫০-৬৫০ ওয়াটের মধ্যে নিলে ভালো হয়। নতুন গ্রাফিক্স কার্ড কিনে ড্রাইভার ও ডিরেক্টএক্স আপডেট করে নতুন গেমগুলো সহজেই চালাতে পারবেন।

সমস্যা : আমার বর্তমান গ্রাফিক্স কার্ড হচ্ছে ১ গিগাবাইট মেমরির ডিডিআর৩ এটিআই রাডেওন এইচডি ৫৪৫০। আমি রাডেওন এইচডি ৭৭৭০ গ্রাফিক্স কার্ডটি কিনতে চাচ্ছি। এজন্য কি আমার পাওয়ার সাপ-াই ইউনিট বদল করতে হবে? পিসি কেনার সময় ক্যাসিংয়ের সাথে ৫০০ ওয়াটের যে পাওয়ার সাপ-াইটি ছিল, তা দিয়েই এতদিন চলছে। পিএসইউটি কি নতুন গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য যথেষ্ট? না নতুন আরেকটি কিনতে হবে? আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে– ৩.০৬ গিগাহার্টজ ইন্টেল কোর আই থ্রি ৫৪০ প্রসেসর, এইচ৫৫এমএক্সভি মাদারবোর্ড, ৪ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‌্যাম, ১ গিগাবাইট রাডেওন এইচডি ৫৪৫০ গ্রাফিক্স কার্ড, ৩২০+৮০ গিগাবাইট সাটা হার্ডডিস্ক, একটি ডিভিডি রাইটার, একটি ডিভিডি রম। **–আকাশ**, রামপুরা

সমাধান : এইচডি ৫৪৫০ গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য ৪০০ ওয়াটের পিএসইউ দরকার পড়ে, তাই আগের ৫০০ ওয়াটের সাধারণ মানের পাওয়ার সাপ-াই ইউনিটে পিসি চালাতে আপনি কোনো সমস্যায় পড়েননি। নতুন গ্রাফিক্স কার্ডটির জন্য ন্যূনতম ৫০০ ওয়াট ক্ষমতার পাওয়ার সাপ-াই ইউনিট দরকার পড়বে, যার ৭৫ ওয়াটে ৬ পিন কানেক্টর রয়েছে। নতুন গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে ভালোমানের ও ভালো ব্র্যান্ডের ৫০০ ওয়াটের পিএসইউ কিনলেই ভালোভাবে পিসি চালাতে পারবেন। কিন্তু আরেকটি ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। বাকি যন্ত্রাংশগুলোও কিছু না কিছু পাওয়ার নষ্ট করে। সে কথা বিবেচনা করে পিসির সুরক্ষার জন্য আরো বেশি ওয়াটের পিএসইউ কিনে নিতে পারেন। সাধারণত এ কনফিগারেশনের পিসির জন্য ৬৫০ ওয়াটের পিএসইউ কেনাটা ভালো। আপনি একটি এক্সট্রা হার্ডডিস্ক ও অপটিক্যাল ড্রাইভ ব্যবহার করছেন, যা পাওয়ারের চাহিদা কিছুটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই ৬৫০ ওয়াটের পাওয়ার সাপ-াই কেনাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আরো ভালো কাজ হবে যদি এক্সট্রা হার্ডডিস্ক ও অপটিক্যাল ড্রাইভ ব্যবহার না করেন। এতগুলো ডিভাইস একসাথে চললে ক্যাসিংয়ে তাপমাত্রাজনিত সমস্যা হতে পারে, তাই ক্যাসিংয়ে যদি ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা ভালো না থাকে বা কুলিং সিস্টেম ভালো না থাকে তবে কিছু খরচ করতে হবে। ক্যাসিংয়ের এক্সট্রা কুলিং ফ্যান লাগানোর ব্যবস্থা থাকলে তা লাগিয়ে নিন বা ক্যাসিং বদল করে গেমিং ক্যাসিং নিন, যার ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা চমৎকার ও অনেকগুলো কুলিং ফ্যান লাগানোর ব্যবস্থা থাকে। ৫০০ ওয়াটের পিএসইউতে কাজ করতে তেমন সমস্যা হবে না, তবে ইউএসবিগুলোতে একাধিক ডিভাইস যুক্ত করলে, ফুল ডিটেইলে গেম খেললে বা এইচডি মুভি দেখলে প্রসেসর ও পাওয়ার সাপ-াই ইউনিটের ওপরে চাপ পড়তে পারে। এতে পিসি হ্যাং বা শাটডাউন হয়ে যেতে পারে। যন্ত্রাংশের ক্ষতিও হতে পারে। তাই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ভালোমানের পাওয়ার সাপ-াই ইউনিট ও ভালো ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে–ইন্টেল কোর আই থ্রি, গিগাবাইট এইচ৫৫এম এস২ভি, ২ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‌্যাম, স্যামসাং ৫০০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক, আসুস ইএএইচ৫৪৫০ ডিডিআর৩ ১ গিগাবাইট গ্রাফিক্স কার্ড। আমি উইন্ডোজ এক্সপি সার্ভিস প্যাক ২ ব্যবহার করলে গেম খেলার সময় স্লো হয়ে যায় ও অনেক সময় হ্যাং করে এবং রিস্টার্ট নেয়। উইন্ডোজ এক্সপি সার্ভিস প্যাক ৩ স্টাইল এডিশন ব্যবহার করলে কিছুটা ভালো হয়। কিন্তু জিটিএ ৪ খেলার সময় হ্যাং করে এবং আউট অব মেমরি দেখিয়ে পিসি রিস্টার্ট নেয়। আমার পিসির গ্রাফিক্স কার্ডের তুলনায় র‌্যাম কি কম হয়েছে? যদি র‌্যাম বাড়াতে হয় তবে কোন ব্র্যান্ডের র‌্যাম ভালো হবে এবং আমার গ্রাফিক্স কার্ড অনুযায়ী কত মাপের মনিটর ব্যবহার করলে ভালো হবে জানালে উপকৃত হবো। **–মাহতাব**

সমাধান : অনেকের মাঝে ভুল ধারণা রয়েছে– যে গ্রাফিক্স কার্ডে যত গিগাবাইট মেমরি থাকবে, তা তত শক্তিশালী। নতুন গেমগুলোর সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টে ২৫৬-৫১২ গিগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড চাওয়া হয়, তাই অনেকে মনে করেন, আমার তো ১ গিগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে যা অনেক বেশি। তাই আমার পিসিতে গেম দ্বিগুণ বা চারগুণ ভালো চলার কথা। কিন্তু তারা ভুলে যান গ্রাফিক্স কার্ডের চিপসেট, ক্লকস্পিড, শ-ডার টাইপ, র‌্যাম টাইপ ও কিছু গ্রাফিক্স টেকনোলজির কথা। গ্রাফিক্স কার্ডের মূল পারফরম্যান্স নির্ভর করে গ্রাফিক্স কার্ডের ক্লকস্পিডের ওপর। তাই তা দেখা বেশি জরুরি। বর্তমানের নতুন গেমগুলো খেলার জন্য ২ গিগাবাইটের ডিডিআর৩ ১৩৩৩ বাসস্পিডের র‌্যামগুলোই যথেষ্ট। তবে হাই ▶

পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

ডিটেইলে খেলার জন্য ৪ গিগাবাইট র‍্যাম থাকা ভালো। ১৬০০-২৪০০ মেগাহার্টজ হলে আরো ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যায়।

আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের পারফরম্যান্সের কথা বিবেচনা করলে তাকে মাঝারি মানের গ্রাফিক্স কার্ডের তালিকাতেও ফেলা যায় না। এর ক্ষমতা এনভিডিয়ার ৯৪০০ জিটি গ্রাফিক্স কার্ডের অনুরূপ। দুটোই দুর্বল গ্রাফিক্স কার্ড এবং যা নতুন গেমগুলো ভালোভাবে চালানোর উপযুক্ত নয়। এটি দিয়ে লো ডিটেইলে গেম চালাতে হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে গেম আটকে যেতে পারে। নতুন গেম খেলার শখ থাকলে কম দামের মধ্যে এটিআইয়ের ৫৬০০ বা ৫৭০০ সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে পারেন। এনভিডিয়ার গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে চাইলে ৫০০ সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে পারেন। মনিটর ১৯ ইঞ্চি ব্যবহার করা ভালো। আরো বড় আকারের মনিটরে এইচডি মুভি দেখার সময় অতটা ভালো মান পাওয়া যাবে না। ৬০০০-৭০০০ টাকা খরচ করলেই আরো ভালো মানের গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে পারবেন, যা দিয়ে হাই ডেফিনেশন মুভি ও নতুন নতুন গেমের স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন। আপাতত উইন্ডোজ এক্সপির বদলে উইন্ডোজ সেভেন ব্যবহার করে দেখতে পারেন এতে জিটিএ ৪ ভালো চলবে। আপনার পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী উইন্ডোজ সেভেন ব্যবহার করা উচিত। উইন্ডোজ সেভেনে ডিরেক্টএক্স ১১ সাপোর্ট করে এবং আপনার গ্রাফিক্স কার্ডেও তার সমর্থন রয়েছে। এক্সপিতে আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের পুরো ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না, তাই উইন্ডোজ বদল করা আবশ্যক। এরপরও যদি গেম আটকে যায়, তবে নতুন গ্রাফিক্স কার্ড কেনা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। র‍্যামের ব্যাপারে তেমন একটা চিন্তা না করলেও চলবে, তবে খরচের ব্যাপারে চিন্তা না থাকলে র‍্যাম ৪ গিগাবাইটে আপগ্রেড করে নিতে পারেন।

সমস্যা : আমি কয়েক মাস আগে একটি কমপিউটার কিনেছি। এর কনফিগারেশন হলো–ইন্টেল কোর আই থ্রি ৩.০৬ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ৪ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‍্যাম, বায়োস্টার এইচ৫৫এইচডি মাদারবোর্ড, এক্সএফএক্স এটিআই রাডেওন ৫৭৫০ মডেলের ১ গিগাবাইট ডিডিআর৩ গ্রাফিক্স কার্ড ও ১ টেরাবাইট সাটা হার্ডডিস্ক। এতে আমি উইন্ডোজ সেভেন আল্টিমেট ৩২ বিট ভার্সন অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করছি। কিছুদিন আগে আমি মনিটর আপগ্রেড করেছি, যার মডেল হচ্ছে–আসুস এমএস২২৬এইচ এলইডি ২১.৫ ইঞ্চি। উল্লেখ্য, আমার গ্রাফিক্স কার্ড, মাদারবোর্ড ও মনিটর সবই এইচডিএমআই সমর্থন করে। মনিটরের সাথে দেয়া এইচডিএমআই ক্যাবলটি আমি গ্রাফিক্স কার্ড ও মনিটরের এইচডিএমআই পোর্টে সংযুক্ত করেছি। কিন্তু কমপিউটার চালু করার সময় মনিটরে এইচডিএমআই নো সিগন্যাল লেখাটি ভেসে ওঠে। মনিটরের রেজ্যুলেশন ১৯২০ বাই ১০৮০-তে সেট করা থাকলেও মনিটরের চারপাশে প্রায় ১ ইঞ্চি খালি স্থান থেকে যায়। কিন্তু গেম খেলার সময় ওই খালি স্থানটি আর থাকে না। এটি কি মনিটরের না গ্রাফিক্স সেটিংয়ের কোনো সমস্যা?

–**রুবায়েল**, চট্টগ্রাম

সমাধান : মনিটরটির চালু হওয়ার স্পিড অনেক বেশি, তাই পিসি স্টার্ট হয়ে মাদারবোর্ড থেকে গ্রাফিক্স কার্ডে সিগন্যাল পৌঁছানোর আগের তা চালু হয়ে যায় এবং গ্রাফিক্স পোর্টে সিগন্যাল না পাওয়ায় সে এ বার্তা প্রদর্শন করে। আগেরই সিআরটি মনিটর অনেক সময় নিয়ে স্টার্ট হতো ততক্ষণে গ্রাফিক্স পোর্টে সিগন্যাল পৌঁছে যেত, তাই তা বোঝা যেত না। কিন্তু এ মনিটরে সিগন্যাল না পেলে কালো হয়ে থাকার বদলে এ মেসেজ দেখানোর নির্দেশ দেয়া আছে, তাই তা দেখাচ্ছে। পিসি বন্ধ করে দেয়ার পরও এ বার্তা প্রদর্শন করে সিগন্যাল না পাওয়ার কারণে। এটি কোনো সমস্যা নয়। মনিটরের চারপাশে ১ ইঞ্চি করে খালি জায়গা থাকতে পারে রেজ্যুলেশন সেটিংয়ে সমস্যার কারণে। তাই মনিটরের টাচ প্যানেল থেকে মেনু বাটন চেপে আসপেক্ট রেশিও এবং রেজ্যুলেশন সেটিং ঠিক করে নিন। যদি মেনুর অপশন বুঝতে না পারেন, তবে মনিটরের সাথে দেয়া ম্যানুয়াল গাইডটির সহায়তা নিন। এএমডি ভিশন ইঞ্জিন কন্ট্রোল সেন্টার নামের প্রোগ্রামটি এএমডি গ্রাফিক্স কার্ড ড্রাইভার ইনস্টল করার সাথেই ইনস্টল হয়। ডেস্কটপে রাইট বাটন ক্লিক করে এএমডি ভিশন ইঞ্জিন কন্ট্রোল সেন্টার চালু করে সেখানের স্কেলিং অপশন থেকে মাই ডিজিটাল ফ্ল্যাট-প্যানেল ট্যাব থেকে স্কেলিং অপশনস (ডিজিটাল ফ্ল্যাট-প্যানেল) নির্বাচন করলে ডান পাশে একটি মনিটর ও স্-ইডারের ছবি দেখতে পাবেন। স্-ইডারটি নড়াচড়া করে আন্ডারস্ক্যান ও ওভারস্ক্যান পজিশন ঠিকভাবে সেট করে মনিটরের সেটিংস ঠিক করে নিন।

সমস্যা : আমি নতুন একটি এলইডি এলসিডি মনিটর কিনেছি। কেনার পর দেখলাম মনিটরের পাশে কালো ফোঁটার মতো দেখা যাচ্ছে। ফোঁটা দেখে মনে হচ্ছে ওইখানে কালার মিলছে না। প্রথমে মনে করেছিলাম কোনো দাগ লেগেছে, তাই তা মোছার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দাগটি মনিটরের স্ক্রিনের ভেতরে। আমার মনিটরের মডেল আসুস ভিএইচ১৯৭ডি ১৮.৫ ইঞ্চি। এটি সারানোর উপায় কি? এটি কি মনিটরে কোনো সমস্যা করতে পারে?

–**অর্ণব**

সমাধান : কালো ফোঁটার মতো এ জিনিসটিকে ডেড পিক্সেল বলে। এ পিক্সেলটি আলোর তারতম্যের সাথে কোনো সাড়া দেবে না এবং সবসময় কালোই দেখাবে। এলসিডি মনিটরে দুয়েকটা ডেড পিক্সেল পড়াটা স্বাভাবিক। তবে বেশি পড়লে তা খারাপ দেখা যায়। কমপিউটার বিক্রেতারা নির্দিষ্ট সংখ্যক ডেড পিক্সেল পড়া পর্যন্ত ওয়ারেন্টি দেন। বিক্রেতার কাছে যোগাযোগ করে জানান যে আপনার মনিটরে ডেড পিক্সেল রয়েছে এবং এ সম্পর্কে তাদের ওয়ারেন্টি অপশন বিস্তারিত জেনে নিন।

সমস্যা : আমার কমপিউটারের ফ্যানে কিছুদিন ধরে সমস্যা হচ্ছে। কমপিউটার স্টার্ট করার সাথে সাথে ফ্যানে এমন আওয়াজ হচ্ছে যেনো কিছু আটকে আছে। পিসি অন করার সময় ৩-৪ বার ইউপিএস অফ করতে হয়। আমি কেসিং খুলে চালালেও একই সমস্যা হচ্ছে। অথচ কোনো কিছু আটকে থাকতে দেখিনি।

–**আশিষ**, মগবাজার

সমাধান : কমপিউটারে সাধারণত দুটি ফ্যান থাকে। একটি প্রসেসরের কুলিং ফ্যান, আরেকটি কেসিংয়ের সাথে যুক্ত থাকা কুলিং ফ্যান। অনেক সময় ফ্যানে সমস্যা থাকলে তা ঘোরা শুরু করার আগে একটু আওয়াজ করতে পারে, তবে চালু হওয়ার পর আর কোনো শব্দ করে না। আপনার পিসির ফ্যান চলার সময় শব্দ করে কি না, তা উল্লেখ করেননি। ফ্যানের হুইলে সামান্য একটু লুব্রিকেটেড অয়েল দিয়ে দেখতে পারেন। যদি আওয়াজ প্রসেসরের ওপরে থাকা কুলিং ফ্যানে হয়ে থাকে তবে তার নিচের হিটসিঙ্কটি খুলে তার ভেতরে থাকা ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। প্রতিমাসে অন্তত দুবার কেসিংয়ের ভেতরের অংশ পরিষ্কার করা এবং দুই মাসে একবার প্রসেসরের হিটসিঙ্কটি পরিষ্কার করা উচিত। ইউপিএস বারবার অন-অফ করাটা ঠিক নয়, এতে পিসির ক্ষতি হতে পারে।

সমস্যা : ডিভিডি রাইটার ও কম্বো ড্রাইভের মধ্যে পার্থক্য কি? কোন ব্র্যান্ডের অপটিক্যাল ড্রাইভ ভালো?

–**মামুন**

সমাধান : কম্বো ড্রাইভ ও ডিভিডি রাইটার নিয়ে অনেকেরই ধারণা পরিষ্কার নয়। তাই অপটিক্যাল ড্রাইভ কেনার সময় হিমশিম খেতে হয় অনেককেই। কম্বো ড্রাইভ সিডি/ডিভিডি রিড করতে পারে এবং সিডি রাইট করতে পারে, কিন্তু ডিভিডি রাইট করতে পারে না। কম্বো ড্রাইভগুলোর পারফরম্যান্স তেমন একটা ভালো নয়। ডিভিডি রাইটার দিয়ে সিডি/ডিভিডি রিড বা রাইট করা যায়। বাজারে বেশ কয়েক ব্র্যান্ডের অপটিক্যাল ড্রাইভ পাওয়া যায়, তার মধ্যে আসুস, স্যামসাং, লাইটঅন, এইচপি, ফিলিপস, বেনকিউ ইত্যাদি ব্র্যান্ড জনপ্রিয়। অপটিক্যাল ড্রাইভ যত্ন সহকারে ব্যবহার করলে তা অনেক দিন টিকে। অপটিক্যাল ড্রাইভ ট্রে ধুলোবালি পরিষ্কার রাখা, বেশিক্ষণ ধরে ডিভিডি না চালানো অর্থাৎ ডিভিডি ড্রাইভে ডিস্ক ঢুকিয়ে একটানা কয়েক ঘণ্টা মুভি না দেখে তা কপি করে হার্ডডিস্কে নিয়ে দেখা, স্ক্র্যাচ পড়া ডিস্ক বা ময়লা লেগে থাকা ডিস্ক ড্রাইভে না ঢোকানো ইত্যাদি কাজ করলে অপটিক্যাল ড্রাইভ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

ফিডব্যাক : *jhutjhamela@comjagat.com*